



কম কথা বলার উপকারিতা

আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالَمِينَ** এর কিতাব
“কথাবার্তার আদব” থেকে সপ্তম অংশ



কথাবার্তা চার প্রকার ০৫

বক্তা বারংবার অনুতপ্ত হয় ০৭

ঘর কিতাবে শান্তির নীড়ে পরিণত হবে! ১৩

চুপ থাকার বরকতে প্রিয় নবীর দীদার লাভ ১৫

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্দুল্লাহ মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্রার কাদেবী রযবী 

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّنَ ط
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কম কথা বলার উপকারিতা^(১)

দোয়ায়ে আন্তার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা “কম কথা বলার উপকারিতা” পড়ে বা শুনে নিবে তাকে কম বলার ও ভালো কাজ বেশি বেশি করার তাওফিক দান করো এবং তার মা-বাবা ও পরিবারসহ সকলকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। **اٰمِيْنَ بِجَاوِ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**

দরুদ শরীফের ফযিলত

হযরত সাযিয়্যদুনা আবু মুযাফফর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সমরকন্দী **رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ** বলেন: আমি একদিন রাস্তা ভুলে গেলাম, হঠাৎ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম আর তিনি বললেন: “আমার সাথে এসো।” আমি তার পিছু নিলাম। আমি ধারণা করলাম যে, ইনি হয়তো হযরত খিযির **عَلَيْهِ السَّلَام** হবেন। আমার জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁর নাম বললেন, তাঁর সাথে আরও একজন বুয়ুর্গ ছিলেন, আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: ইনি ইলইয়াস **(عَلَيْهِ السَّلَام)**। আমি বললাম: আল্লাহ পাক আপনাদের উপর দয়া করুক, আপনারা উভয়ে কি রাসূল **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** এর যিয়ারত করেছেন? তারা বললেন: হ্যাঁ! আমি বললাম: রাসূল **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** এর বাণী বলুন যাতে আমি আপনার থেকে রেওয়ায়েত করতে পারি। তাঁরা বললেন: আমরা রাসূলে

১. এই বিষয়গুলো আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর কিতাব “কথাবার্তার আদব” এর ৯৩-১০৩ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।

খোদা **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কে এটা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার হৃদয়কে সতেজ রাখবেন এবং তার হৃদয়কে আলোকিত করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ পাঠ করবে তার হৃদয় নিফাক থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেমনভাবে পানি দ্বারা কাপড় পবিত্র হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি **“صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ”** পাঠ করে তাকে লোকেরা ভালোবাসে যদিওবা আগে ঘৃণা করে থাকুক না কেন এবং **“صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ”** পাঠকারী নিজের উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে নেয়। (আল ক্বুণুল বদী, পৃ: ২৭৭)

زمانے والے ستائیں، دُرودِ پاک پڑھو
جہاں کے غم جو رُلائیں، دُرودِ پاک پڑھو

যমানে ওয়ালে সাতায়ৈ, দুরুদে পাক পড়হো
জাহাঁ কে গম জো রুলায়ৈ, দুরুদে পাক পড়হো

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ❀❀❀ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

অকৃতজ্ঞতার একটি বাক্যও জাহান্নামে পৌঁছাতে পারে

অনেক সময় মুসলমান অসাবধানতা বশত এমন এমন কথা বলে থাকে যে ব্যাপারে নিজেরও জানা থাকে না আর আল্লাহ পাক তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, আর কেউ তো উদাসীন হয়ে দুই একটা এমন কথা বলে ফেলে যে, তার এ ব্যাপারে আফসোসও হয় না অথচ তার এই অনর্থক কথা বলার ফলে ধ্বংসই তার ভাগ্যে লিখা হয়ে থাকে। অতঃপর হযরত সাযিদ্‌দুনা আবু হুরায়রা **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** হতে বর্ণিত আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হযুর পুরনূর **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: নিঃসন্দেহে বান্দা কখনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিমূলক এমন বাক্য (SENTENCE) বলে ফেলে যার দিকে তার ধ্যানও

থাকে না, আর সেই কারণে আল্লাহ পাক তার বহু মর্যাদা (GRADES) বৃদ্ধি করে দেন। আর নিঃসন্দেহে বান্দা কখনো আল্লাহ পাকের অবাধ্যমূলক এমন কোন বাক্য (SENTENCE) বলে ফেলে যে, ওইদিকে তার কোন চিন্তাও থাকে না আর এ কারণে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হয়। (মিশকাত, ২/১৮৯, হাদিস: ৪৮১৩)

মন্দ সংস্পর্শই নষ্ট করে দিয়েছিল

হে আশিকানে রাসূল! এইমাত্র একটি হৃদয়গ্রাহী হাদিসে পাক বর্ণিত হয়েছে, আসলেই জিহ্বাকে খুবই বুঝে শুনে ব্যবহার করা উচিত, জিহ্বা হেফাযতের মন-মানসিকতা তৈরির ক্ষেত্রে দাওয়াতে ইসলামী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের সবাইকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে থেকে খুব বেশি বেশি দ্বীনি কাজ করা উচিত আর সর্বদা মন্দ সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা উচিত। মন্দ সংস্পর্শে থেকে জীবন বরবাদ হওয়ার পর হেদায়েতপ্রাপ্ত আশিকানে রাসূলের বরকতময় সংস্পর্শে আসা এক সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইয়ের “মাদানী বাহার শুনুন” করাচীর “গুলিস্তান জাওহার” এলাকার এক ইসলামী ভাই অসং বন্ধুদের সংস্পর্শের কারণে দুশ্চরিত্র এবং গুনাহের জলাভূমিতে ফেঁসে গিয়েছিল, তার গান শোনার খুব বেশি আগ্রহ ছিল আর এই আগ্রহ এতো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে নিজে গান গেয়ে মানুষের প্রশংসা পেতে লাগলো, এছাড়াও মাদক (গাঁজা) সেবন করা তার অভ্যাস ছিল, গুনাহের অভ্যাস এতো বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, অশ্লীল কথাবার্তা বলা ও মিথ্যা বলা তার কাছে দোষের কিছু ছিল না, সৌভাগ্যবশত ২০০৫ সালে সে মদীনাতুল আউলিয়া মূলতান শরীফে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর তিনদিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে সেখানে সে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

এর মুরিদও হয়েছিল, কিন্তু ইজতিমা থেকে ফিরে আসার পর সে আবার অসৎ বন্ধুদের সংস্পর্শে গিয়ে বসতে লাগলো আর পুনরায় গুনাহের ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেল। একদিন হঠাৎ সে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে গেল, যার কারণে তার সূরা ফাতিহাও স্মরণে রইলো না আর সে নিজের ঘরে পাগলের মতো দিন কাটাতে লাগলো, নিজের পিতা-মাতাকে নিজের শত্রু মনে করতে লাগলো, তার অবস্থা এতটা খারাপ হয়ে গেল যে, নিজের অসুস্থতার কারণে না সে খাবার খেতে পারছে না শয়ন করতে পারছে, শেষ পর্যন্ত তাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেয়া হলো। তার আম্মাজান নিজের সন্তানের এই অবস্থা দেখতে পারছে না আর তিনি তার জন্য অধিকহারে দোয়া ও অযিফা পাঠ করতে রইলো, একরাতে তার আম্মাজানের স্বপ্নে এক বুয়ুর্গ তাশরীফ আনেন এবং কিছু আমল করার জন্য বললেন। তার আম্মাজান লাগাতার ওই আমলটি করতে থাকেন, তার আমলের বরকতে ধীরে ধীরে ওই ইসলামী ভাইয়ের অবস্থা ভালো হতে থাকে আর সে শারীরিকভাবে সুস্থ হতে থাকে, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** একদিন এমনও আসলো যে, সে দাওয়াতে ইসলামীর সুনাত শিখা ও শেখানোর মাদানী কাফেলায় সফর করলো। সেখানে সে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ পেয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মন-মানসিকতা লাভ করলো এবং সে দ্বীনি পরিবেশে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেল আর দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ করতে করতে ডিভিশন পর্যায়ের মাদানী ইনআমাত (যাকে এখন “নেক আমল” বলা হয়) এর যিম্মাদারও হয়ে গেল।

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! বর্ণনাকৃত মাদানী বাহার আমাদেরকে চিন্তা - ভাবনার দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে যে, আমরা নিজেদের সংস্পর্শ ও বন্ধুদের দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিই, কখনো এমন যেন না হয় যে, নেক আমল থেকে দূরে থাকার কারণে মন্দ বন্ধু ও অসৎ সংস্পর্শে জড়িয়ে

যায়!! হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মন্দদের সংস্পর্শে উপকার এবং ভালোদের সংস্পর্শে ক্ষতি কখনো হতে পারে না। কামারের ভাটি থেকে সুগন্ধ পাওয়া যায় না, গরম ও ধোঁয়া পাওয়া যায়, সুগন্ধ ওয়ালা থেকে না গরম পাওয়া যায় না ধোঁয়া, কস্তুরী বা সুগন্ধই অবশ্যই পাওয়া যায়। আরো বলেন: যথাসম্ভব মন্দ সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকো, এটি দ্বীন ও দুনিয়া বরবাদ করে দেয়। আর ভালো সংস্পর্শ অবলম্বন করো, এর দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া সুরক্ষিত হয়ে যায়, সাপের সংস্পর্শ প্রাণ কেড়ে নেয় আর অসৎ বন্ধুর সংস্পর্শ ঈমান বরবাদ করে দেয়। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫৯১)

হযরত মাওলানা রুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

صُحِبَتِ صَالِحٌ تَرَا صَالِحٌ كُنْدَ

صُحِبَتِ طَالِحٌ تَرَا طَالِحٌ كُنْدَ

অর্থাৎ সৎ সংস্পর্শ তোমাকে সৎ এবং অসৎ সংস্পর্শ তোমাকে অসৎ বানিয়ে দিবে। (মসনবী, পৃ:২২)

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

কথাবার্তাকে অহেতুক বিষয়াদি থেকে

পবিত্র করার সর্বোত্তম উপায়

কথাবার্তা কম বলার ইচ্ছা পোষণকারীদের জন্য নিজের কথাবার্তায় অহেতুক শব্দ ও বিভিন্ন ত্রুটি থেকে পবিত্র করার জন্য “ইহইয়াউল উলুম” এ কিছুটা এভাবে লিখা রয়েছে: কথাবার্তা চার প্রকার: (১) পরিপূর্ণ কষ্ট প্রদানকারী কথা (২) পরিপূর্ণ উপকার প্রদানকারী কথা (৩) এমন কথা যা ক্ষতিকারক এবং উপকারীও, এবং (৪) এমন কথা যাতে না উপকার আছে

না ক্ষতি। অতএব প্রথম প্রকারের কথা হলো যা পরিপূর্ণ অর্থাৎ সবই ক্ষতি, তা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকা প্রয়োজন, আর এভাবে তৃতীয় প্রকারের কথা, যাতে ক্ষতি ও উপকার উভয়টা রয়েছে, এটা থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যিক, আর চতুর্থ প্রকার তা অনর্থক কথাবার্তার অন্তর্ভুক্ত তাতে না উপকার আছে না ক্ষতি, সুতরাং এমন কথার দ্বারা সময় নষ্ট করাও এক প্রকারের ক্ষতিই বটে, অতঃপর শুধুমাত্র দ্বিতীয় প্রকারের কথাই অবশিষ্ট রইল, অর্থাৎ কথাবার্তার মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ ৭৫% ব্যবহারের উপযুক্ত নয় এবং শুধু এক চতুর্থাংশ কথা যাতে উপকার রয়েছে ব্যস এটাই ব্যবহারের উপযুক্ত কিন্তু এই উপযুক্ত কথা ব্যবহারের মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু রিয়াকারী, বানোয়াট, গীবত, অপবাদ, মিথ্যা বাড়াবাড়ি, আমি আমি করার বিপদ, অর্থাৎ নিজের মর্যাদা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে বসা ইত্যাদি ইত্যাদি বিপদ বিদ্যমান, আরো এটা যে, উপকারী কথাবার্তা বলতে বলতে অহেতুক কথায় লিপ্ত হয়ে যাওয়া অতঃপর এর মাধ্যমে আরো সামনে অগ্রসর হয়ে আল্লাহ না করুক এতে গুনাহ হয়ে যাওয়া ইত্যাদির ভয় সম্পৃক্ত রয়েছে। আর এমন মন্দ আমলে লিপ্ত হয়ে যাওয়াটা এমন সূক্ষ্ম বিষয় যে, যেটা অধিকাংশ লোকেরাই বুঝতে পারে না, সুতরাং এই উপযুক্ত কথা বলার মাধ্যমেও মানুষ বিপদের বেষ্টিত থাকে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৩৮)

দুনিয়াবী কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলে তখন কিছু আল্লাহ পাকের যিকির করে নেয়া উচিত

আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা শুধু দুনিয়াবী (অহেতুক নয় এমন) কথাকেও ভালো মনে করতেন না, যেমন হযরত সাযিদ্‌না হাম্মাদ বিন সালামা رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ যখন কোন দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে ফেলতেন তখন এরপর

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ পাঠ করতেন, এরপর বলতেন: আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গানে দ্বীন কোন মজলিসে (অর্থাৎ বৈঠক) শুধু দুনিয়াবী কথা বলাকে ভালো মনে করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে ভালো কোন কথার মিশ্রণ না করতেন। (তয্বীহুল মুগতারীন, পৃ:১৯০)

যখন রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়

বাচাল ব্যক্তির ভয় করা উচিত যে, কখন আল্লাহ পাক আমার উপর থেকে রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়! অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষের অহেতুক কথাবার্তা বলা, আল্লাহ পাকের তাকে সাহায্যহীন হিসাবে ছেড়ে দেয়ার কারণ হয়ে থাকে।

(তয্বীহুল মুগতারীন, পৃ:১৯০)

সৎ চরিত্র ও দ্বীনের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত

মুনাফিক দুনিয়াবী বিষয়ে যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন কিন্তু সে সৎ চরিত্র ও দ্বীনের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত, এই কারণে নিঃসন্দেহে সে দূভাগী ও বঞ্চিত। নবী করীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন; মুনাফিকের নিকট দুটি চরিত্র একত্রিত হয় না, (১) সৎ চরিত্র (২) দ্বীনের উপলব্ধি।

(তিরমিযী, ৪/৩১৩, হাদিস: ২৬৯৩)

বজা বারংবার অনুতপ্ত হয়

একটি উপদেশ মূলক আরবী পংক্তির অনুবাদ হলো: ইলম হলো সৌন্দর্য আর নীরবতা হলো নিরাপত্তা, আর যদি কখনো বলতে হয় তবে অধিক বলিও না, তোমার নীরবতার দ্বারা কখনো লজ্জিত হতে হবে না, কিন্তু বললে বারংবার অনুতপ্ত হতে হবে। (তয্বীহুল গাফেলীন, পৃ:১১৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলে বাস্তবতা হলো এটাই যে, চুপ থাকার মধ্যে লজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা (CHANCE) অনেক কম থাকে, সুযোগ পেলে না পেলে বলে ফেলার অভ্যাস দ্বারা বারবার (SORRY) বলতে হয় এবং ক্ষমা চাইতে হয় বা অতঃপর মনে মনে অনুতপ্ত হয়ে বলতে থাকে যে, আমি যদি এখানে না বলতাম তাহলে ভালো হতো, কেননা আমার বলার কারণে সামনে উপবিষ্টরা লজ্জায় পড়ে গেল, স্পষ্ট শুনতে হয়েছে, অমুক অসম্ভষ্ট হয়ে গেল, অমুকের মুখ নিচু হয়ে গেল, অমুক অন্তরে কষ্ট পেল, নিজের ভাবমূর্তিও (IMPRESSION) ক্ষুণ্ণ হলো ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরত মুহাম্মদ বিন নদ্বর হারিস رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ থেকে কতো সুন্দর কথা বর্ণনা করা হয়েছে: অধিক বলার দ্বারা সম্মান চলে যেতে থাকে। (মাওসুআতু লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/৬০ পৃ., বাণী নম্বর: ৫২)

বলে অনুতপ্ত হওয়ার চেয়ে না বলে অনুতপ্ত হওয়া ভালো

সত্য, “বলে অনুতপ্ত হওয়ার চেয়ে না বলে অনুতপ্ত হওয়া ভালো” আর অধিক আহার করে অনুতপ্ত হওয়ার চেয়ে কম আহার করে অনুতপ্ত হওয়া ভালো, যে বলতে থাকে সে বিপদে ফেঁসে যায়, আর যে অধিক আহারে অভ্যস্থ সে নিজের পাকস্থলী খারাপ করে থাকে। অধিকাংশ মোটা হয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে থাকে, যদি যৌবনে রোগসমূহ হতে বেঁচেও যায় তবে যৌবন হারানোর পরপরই অনেক সময় আপদমস্তক রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, অধিক আহার করার ক্ষতি ও পাকস্থলীর চিকিৎসা ইত্যাদি জানার জন্য “ফয়যানে সুন্নাত” প্রথম খন্ড, অধ্যায় “ক্ষুধার ফযিলত” অধ্যয়ন করুন।

অধিক আলাপকারীকে লজ্জিত হতে হয়

অসৎ সংস্পর্শ নষ্ট করে, মন্দ জায়গায় গমনকারীর দুর্নাম হয় এবং অধিক আলাপকারীকে শেষ পর্যন্ত লজ্জিত হতে হয়। যেমনিভাবে হযরত সায্যিদুনা লুকমান হাকীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে বলা হলো যে, তিনি তাঁর সন্তানকে বললেন:

হে বৎস! (১) যে ব্যক্তি অসৎ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে তার নিরাপত্তা লাভ হয় না (২) যে মন্দ জায়গায় গমন করে সে দুর্নামের শিকার হয় (৩) যে নিজের জিহ্বাকে হেফায়ত করে না তাকে লজ্জিত হতে হয়।

(তায়ীছুল গাফেলীন, পৃ:১১৫)

যে মেপে কথা বলে সে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে যায়

বুদ্ধিমানের বৈশিষ্ট্য হলো এটাই যে, চিন্তাভাবনা করে কথা বলবে, নিজের সময়কে অনর্থক নষ্ট করবে না, নিজের বিষয়ে পরিপূর্ণ মনোযোগ রাখবে, এভাবে সে অহেতুক কথাবার্তা বলার সুযোগ কখন পাবে! হযরত সায্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, আমি নবী করীম রউফুর রহিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহে কী বিষয় ছিল? ইরশাদ করলেন: তা সব শিক্ষণীয় ও উপদেশে পূর্ণ ছিল (এর মধ্যে এটাও ছিল) বুদ্ধিমানদের উপর আবশ্যিক যে, স্বীয় যুগের অবস্থা সম্পর্কে জানা এবং নিজের জিহ্বাকে হেফায়ত করা। কথা বলার পরিবর্তে কাজ করবে এবং তার কথাবার্তা যেন অহেতুক কথায় পূর্ণ না থাকে।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ১/৩১৯। হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২২২, ক্রমিক নং: ৫৫১)

ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে গেল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশেরও কেমন বরকত, এই বরকত সম্পর্কে অনুমান করার জন্য একটি মাদানী বাহার শুনুন আর আন্দোলিত হোন: পুরাতন কানপুর (হিন্দ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের সৌভাগ্য যে, তার দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হলো, তার নানীজানের অবস্থা অনেক খারাপ ছিল, অনেক চিকিৎসা করলো কিন্তু সুস্থতা লাভ হলো না। ডাক্তার বললো তার ক্যান্সার (CANCER) হয়েছে, আর সাথে সাথে এই সংবাদও দিল যে, তিনি কিছু দিনের মেহমান (মারা যাবেন), এই দুঃসংবাদ শুনে সে ঘাবড়ে গেল, সে আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে নানীজানের সুস্থতার লক্ষ্যে দোয়া করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো এবং কেঁদে কেঁদে দোয়া করলো: হে আল্লাহ পাক! এখানে যেই তোমার প্রিয় বান্দা তার সদকায় আমার প্রিয় নানীজানকে সুস্থতার নিয়ামত দান করো। পরবর্তী দিন যখন নানীজানের খেদমতে উপস্থিত হলো তখন তার খুশির সীমা ছিল না, কেননা ইজতিমায় আশিকানে রাসূলের মাঝে কৃত দোয়ার বরকত এভাবে প্রকাশ পেল যে, তার নানীজান এখন শুধু বসতে পারছে না বরং সুস্থ হয়ে চলা ফেরা করছে।

ترا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول
سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول بچے بد نظر سے سدا مدنی ماحول

তেরা শুরর মাওলা দিয়া মাদানী মাহোল
সালামাত রেহে ইয়া খোদা মাদানী মাহোল

না ছুটে কভি বি খোদা মাদানী মাহোল।
বাঁচে বদ নয়র সে সদা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৬৪৭)

কোন রোগই নিরাময়হীন নয়

سُبْحَانَ اللَّهِ! আল্লাহ পাক সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি চাইলে ক্যান্সারও ভালো হতে পারে, নিঃসন্দেহে বয়ঃবৃদ্ধ ও মৃত্যু ব্যতীত প্রত্যেক রোগের আরোগ্য রয়েছে, হ্যাঁ এই কথাটি ভিন্ন যে, কিছু রোগের ঔষধও ডাক্তাররা এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। সুতরাং এটা বলার পরিবর্তে (অমুক রোগের চিকিৎসা নেই) উপযুক্ত হলো এটাই যে, এভাবে বলা যায় আমাদের নিকট এই রোগের চিকিৎসা নেই বা ডাক্তাররা এখনো পর্যন্ত এই রোগের চিকিৎসা আবিষ্কার করতে পারেনি, যাই হোক আল্লাহ পাক যদি চান তো ঔষধের মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করা যায় অন্যতায় এটি সম্ভব যে, ঐ ঔষধই মৃত্যুর কারণ হতে পারে! আর অধিকাংশ সময় এটাও দেখা যায় যে, অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া ঔষধ সঠিক হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো রোগী প্রতিক্রিয়ার (REACTION) শিকার হয়ে যায়।

ক্যান্সারের রুহানী চিকিৎসা

শুরু ও শেষে ১১ বার দরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে এবং মধ্যখানে সূরা মরিয়ম পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে, প্রয়োজন অনুসারে অন্য পানিও তাতে মিশাতে থাকুন, অসুস্থ ব্যক্তিকে এই পানি সারাদিন পান করান, এই আমল ধারাবাহিকভাবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত করতে থাকুন, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ আরোগ্য লাভ হবে। (অপরজনও পাঠ করে ফুঁক দিলে তা রোগীকে পান করাতে পারবেন।)

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ



صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ

বোকা যতক্ষণ পর্যন্ত চুপ থাকে তাকে চেনা যায় না

চুপ থাকার দ্বারা অনেক সময় মানুষের উপর প্রভাব থাকে, মানুষ তাকে সম্মানের চোখে দেখতে থাকে। আর যে সবসময় বলতে থাকে তার সম্মান চলে যায় আর তার কথার ওজন (মান) ও থাকে না, যেমনিভাবে হযরত ইব্রাহিম নাখায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: কোনো ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে তো সে পুরো মজলিসের উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে ভদ্র ও অধিক সম্মানিত ওই ব্যক্তিকে পাবে, যে অধিক চুপ থাকে, কেননা চুপ থাকা জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য সৌন্দর্যতা আর মূর্খের জন্য পর্দা স্বরূপ। (তাম্বীহুল মুগতারীন, ১৯০)

অর্ধরাত পর্যন্ত যদি সূর্য অস্তমিত না হয়? (ঘটনা)

হে আশিকানে রাসূল! সত্যিই জিহ্বাকে বন্ধ রাখার দ্বারা সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষ যখনই কথা বলা শুরু করে তখন তার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে জানতে শুরু করে। বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর সাথে এক ব্যক্তি বসতো কিন্তু কখনো কিছু বলতো না, একদিন একবার হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তাকে বললেন: আপনি কখনো কোন প্রশ্ন করেন না কেন? সর্বদা চুপ থাকেন? এটা শুনে ওই ব্যক্তি প্রশ্ন করলো: আচ্ছা এটা বলুনতো রোযায় কখন ইফতার করা উচিত? বললেন যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়, সে বলল: যদি সূর্য অর্ধরাত পর্যন্ত অস্তমিত না হয়? এই প্রশ্ন শুনে হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ হেসে দিলেন আর বললেন: আপনার চুপ থাকাটাই ভালো ছিল, আমি আপনার মুখ খুলে ভুল করেছি।

(তারিখে বাগদাদ, ১৪/২৫১)

হায়! আমি যদি বোবা হতাম

হে আশিকানে রাসূল! দেখা যায় যে, অন্ধরা উপকারে রয়েছে, তারা পর্দাহীন নারী, সিনেমা নাটক, অর্ধ নগ্ন পোশাক পরিধানকারীর খোলা হাঁটু ও উরু দেখা, শুল্লী বালকের উপর বিশেষ কামনামূলক দৃষ্টি প্রদান করা ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এমনিভাবে বোবাও জিহ্বার অসংখ্য বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। মুসলমানদের প্রথম খলিফা আশিকে আকবর হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বিনয়ী করে বলেন: হায়! আমি যদি বোবা হতাম, কিন্তু আল্লাহ পাকের যিকির করা পর্যন্ত (অর্থাৎ বলার শক্তি) অর্জিত হতো। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ১০/৮৭)

হায়! সে যদি বোবা হতো!

“ইহইয়াউল উলুম” এ রয়েছে, প্রিয় নবীর সাহাবী হযরত আবু দারদা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এক অধিক আলাপচারী মহিলাকে দেখে বললেন: যদি সে বোবা হতো তাহলে তার জন্য ভালো হতো। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৪২)

ঘর কিভাবে শান্তির নীড়ে পরিণত হবে!

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হযর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু দারদা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর মুবারক বর্ণনা থেকে বিশেষ করে আমাদের ওইসব ইসলামী বোনেরা শিক্ষা অর্জন করুক যারা অহেতুক কথাবার্তা, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা, খারাপ ধারণা এবং গীবত ইত্যাদির কারণে সময় পান না, ইসলামী বোনেরা যদি প্রকৃত অর্থে নিশ্চুপ থাকাটা শিখে যায়, তাহলে তাদের ঘরের পেরেশানী, আত্মীয়-স্বজনের তিক্ততা এবং বউ-শ্বাশুড়ির লড়াই ইত্যাদি অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, আর সকল

পরিবারে শান্তির নীড়ে পরিণত হয়ে যাবে কেননা ঘরে অধিকাংশ ঝগড়া জিহ্বার ভুল ব্যবহারের কারণেই হয়ে থাকে।

সোস্যাল মিডিয়ার একটি বিবেচনাযোগ্য পোষ্ট

সোস্যাল মিডিয়ায় একটি দৃষ্টিনন্দন পোষ্ট সাধারণত ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, কোন এক মহিলা এই পোষ্টটা করেছিল: যদি বিবাহের পর পিতা-মাতাকে সাথে রাখার অধিকার মেয়েদেরকে দেয়া হয় তাহলে দেশে একটি বৃদ্ধাশ্রমও থাকতো না। এতে কোন এক ছেলেও খুব সুন্দর উত্তর দিয়েছিল যে, যদি ওই মেয়ে বিবাহের পর শ্বশুর - শাশুড়িকে মা-বাবার মতো মান্য করে তাহলে শুধু দেশে নই বরং সারা দুনিয়ায় একটি বৃদ্ধাশ্রমও থাকতো না।

এই পোষ্টের মধ্যে শুধুমাত্র ওই সকল মহিলাদের বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, যারা নিজের শাশুড়ি, ননদ ইত্যাদির সামনে অতিরিক্ত মুখ ব্যবহার করে এবং ঘরের শান্তি বিনষ্ট করে থাকে, অন্যথায় সমাজের মধ্যে শ্বশুর বাড়িতে অত্যাচার সহকারী অনেক মহিলা পাওয়া যাবে।

বউ শাশুড়ির ঝগড়া নিঃশেষ করার ব্যবস্থাপত্র

শাশুড়ি যদি বকাঝকা করে তাহলে বউয়ের উচিত যে, শুধুমাত্র ধৈর্যধারণ করা, উত্তরে একটি শব্দও না বলা আর নিজের স্বামীকেও অভিযোগ না করা, চেহারাও মলিন না করা এবং নিজের বাচ্চাকে বকা দিয়ে প্লুট ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাদের উপর রাগ প্রদর্শন না করা এবং পিতা মাতাকেও কিছু না বলা। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ধীরে ধীরে ঘরের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এভাবে যদি কোন বউ নিজের শাশুড়ির সাথে ঝগড়া করে তখন

শাশুড়ির উচিত একেবারেই উত্তর না দেয়া, শুধু নীরবতা অবলম্বন করা, ঘরের কোন ব্যক্তি এমনকি নিজের সন্তানকেও অভিযোগ না করা, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** এই উক্তি “এক চুপ শত সুখ” অনুযায়ী সুখ শান্তি লাভ করবে। জি হ্যাঁ! যদি সত্যিকার অর্থে সাগে মদীনা **عَنْهُ** এর এই “ব্যবস্থাপত্র” অনুযায়ী আমল করা হয় তাহলে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** দ্রুতই বউ শাশুড়ির ঝগড়া নিঃশেষ হয়ে যাবে আর ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হয়ে যাবে।

চুপ থাকার বরকতে প্রিয় নবীর দীদার লাভ

এক ইসলামী বোন দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত চুপ থাকার মর্যাদা বিষয়ে সুন্নাতে ভরা বয়ানের অডিও ক্যাসেট শুনে চুপ থাকা শুরু করে দিল, তিনদিনের মধ্যে সে বুঝতে পারল যে, প্রথমে সে কেমন অহেতুক কথাবার্তা বলতো, **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** চুপ থাকার বরকতে সে ভালো ভালো স্বপ্ন দেখতে লাগল, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে ওয় দিন সে মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের আরেকটি অডিও ক্যাসেট যার নাম “অনুসরণ কাকে বলে” শুনে নিল, রাতে যখন শয়ন করলো তখন **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ** ক্যাসেটে বর্ণনাকৃত একটি ঘটনা সে স্বপ্নে দেখতে লাগল! লড়াইয়ের নকশা ছিল, প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** শত্রুদের গুপ্তচরবৃত্তির জন্য নিজের প্রিয় সাহাবী হযরত হুযাইফা **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** কে প্রেরণ করলেন, তিনি কাফেরদের তাবুর নিকট পৌঁছে গেলেন, তখন তিনি কাফেরদের সর্দার হযরত আবু সুফিয়ান (যিনি এখনো পর্যন্ত মুসলমান হননি) কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, সুযোগকে গণীমত জেনে হযরত হুযাইফা **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** ধনুকে তীর বসিয়ে নিলেন, তাঁর নবী করীম **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর নির্দেশের কথা স্মরণে আসল যে, “কাফেররা যেন জানতে না পারে” সুতরাং তিনি নবী করীম

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুসরণে (অর্থাৎ নির্দেশ পালনার্থে) তীর চালানো থেকে বিরত রইলেন, অতঃপর উপস্থিত হয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় খেদমতে কার্য বিবরণী উপস্থাপন করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এই স্বপ্নের মধ্যে ওই ইসলামী বোনের নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও দুইজন সাহাবী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا এর (স্পষ্ট) পরিষ্কার যিয়ারত নসীব হলো, বাকি সব দৃশ্য অস্পষ্ট (BLUR) ছিল, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ শুধু তিনদিনের অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার চেষ্টায় তার উপর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক বড় দয়া হয়ে গেল, সে বলেছিল: ব্যস আমার ইচ্ছা শুধু এটাই, কখনো আমার মুখ দিয়ে যেন কোনো অহেতুক কথা বের না হয়।

اللّٰهُ! کروں میں نہ کبھی فالتو باتیں

بس ذکر میں گزریں مرے دن اور مری راتیں

আল্লাহ! করুঁ ম্যায় না কভী ফালতু বাতৈ,

ব্যস যিকির মে গুযরৈঁ মেরে দিন আগর মেরী রাতেঁ।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ❀❀❀ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيبِ

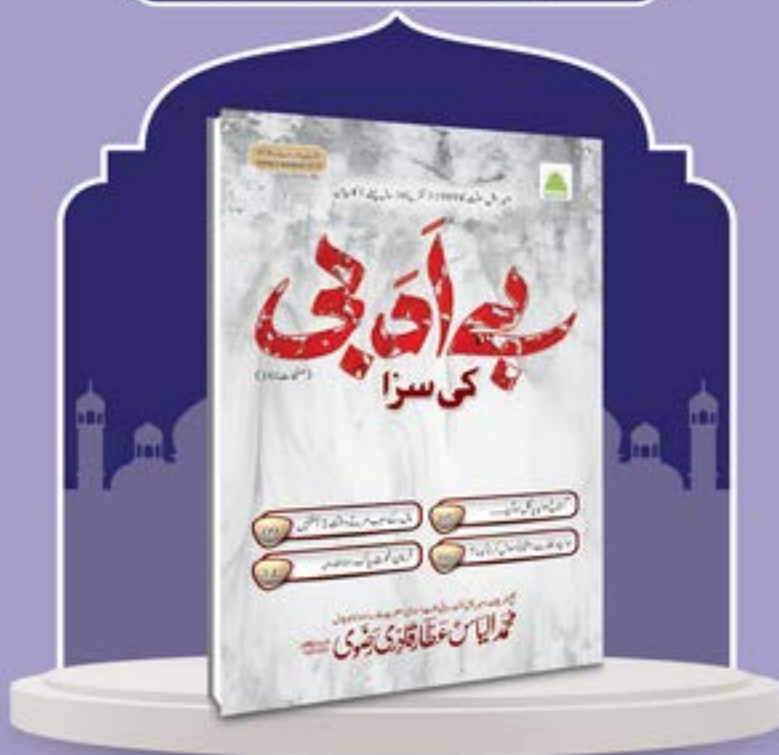
আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه** এর কিতাব “কথাবার্তার আদব” সম্পর্কিত আগত ৬টি খন্ড ডাউনলোড করার জন্য নিচে দেওয়া QR Code স্কিন করুন।



সূচিপত্র

দোয়ায়ে আভার:	১
দরুদ শরীফের ফযিলত.....	১
অকৃতজ্ঞতার একটি বাক্যও জাহান্নামে পৌঁছাতে পারে.....	২
মন্দ সংস্পর্শই নষ্ট করে দিয়েছিল	৩
কথাবার্তাকে অহেতুক বিষয়াদি থেকে পবিত্র করার সর্বোত্তম উপায়	৫
দুনিয়াবী কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলে তখন কিছু আল্লাহ পাকের যিকির করে নেয়া উচিত ..	৬
যখন রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়	৭
সৎ চরিত্র ও দ্বীনের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত	৭
বক্তা বারংবার অনুতপ্ত হয়.....	৭
বলে অনুতপ্ত হওয়ার চেয়ে না বলে অনুতপ্ত হওয়া ভালো	৮
অধিক আলাপকারীকে লজ্জিত হতে হয়.....	৯
যে মেপে কথা বলে সে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে যায়.....	৯
ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে গেল	১০
কোন রোগই নিরাময়হীন নয়.....	১১
ক্যান্সারের রুহানী চিকিৎসা	১১
বোকা যতক্ষণ পর্যন্ত চুপ থাকে তাকে চেনা যায় না.....	১২
অর্ধরাত পর্যন্ত যদি সূর্য অস্তমিত না হয়? (ঘটনা)	১২
হায়! আমি যদি বোবা হতাম.....	১৩
হায়! সে যদি বোবা হতো!.....	১৩
ঘর কিভাবে শান্তির নীড়ে পরিণত হবে!.....	১৩
সোস্যাল মিডিয়ার একটি বিবেচনামোগ্য পোস্ট	১৪
বউ শাশুড়ির ঝগড়া নিঃশেষ করার ব্যবস্থাপত্র	১৪
চুপ থাকার বরকতে প্রিয় নবীর দীদার লাভ	১৫

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফরহানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপাড়া, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dwateislami.net, Web: www.dawateislami.net